কলকাতার উচ্চ আদালতে

(দেওয়ানি আপিল এখতিয়ার)

বর্তমান:

মাননীয় বিচারপতি সিদ্ধার্থ রায় চৌধুরী

২০১৭ সালের এস.এ. ২৮১

২০১৭ সালের ১ ক্যান

২০১৮ সালের ২ ক্যান

২০২২ সালের ৩ ক্যান

সাম্বা রায় প্রামাণিক ও সংস্থা।

বনাম

মৃগান রায় প্রামাণিক ও সংস্থা।

আপিলকারীদের জন্য : উকিলসাহেব শ্রী অমল সাহা,
শ্রীমান সুরঞ্জন মন্ডল সাহেব

উত্তরদাতাদের জন্য। : উকিলসাহেব শ্রীমতী সোহিনী চক্রবর্তী,
কৌশিক চৌধুরী,
শ্রীমান এস কানু সাহেব

শুনানি শেষ হয় : ১১ ডিসেম্বর, ২০২৩

বিচারকরা হয় : ১৯ই ডিসেম্বর, ২০২৩

বিচারক সিদ্ধার্থ রায় চৌধুরী :

১. এই আপিলটি ২০১৩ সালের টাইটেল আপিলের টাইটেল নম্বর ৭২-এ বিজ্ঞ জেলা বিচারক, পূর্ব মেদিনীপুর কর্তৃক গৃহীত ১৯ই জুলাই, ২০১৬ তারিখের আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে, যার ফলে বিজ্ঞ দেওয়ানি বিচারক (জুনিয়র ডিভিশন), হলদিয়া, জেলা পূর্ব মেদিনীপুর ২০০৫ সালের মামলা নম্বর টি. এস. ১০২ প্রদত্ত রায়টি নিশ্চিত করা হয়েছে।

২. সুবিধার জন্য দলগুলিকে বলা হবে যে তারা মামলায় সাজানো হয়েছে।

৩. সংক্ষেপে বলা হয়েছে যে, এই বাদীর পূর্বসূরি, শ্রীমতি মেনকা সুন্দরী রায় প্রামাণিক বিজ্ঞ দেওয়ানি বিচারক (সিনিয়র ডিভিশন), দ্বিতীয় আদালত, পূর্ব মেদিনীপুর কর্তৃক ১৯৫১ সালের ১৩১ নং টাইটেল স্যুটে পাস করা একটি আপস ডিক্রির ফলস্বরূপ মামলার সম্পত্তি অধিগ্রহণ করেন।

৪. ৪ মে, ১৯৯৩ এবং ৫ মে, ১৯৯৩ তারিখে, শ্রীমতি মেনকা সুন্দরী রায় প্রামাণিক দলিল সম্পাদন করে সম্পত্তি বাদীর কাছে হস্তান্তর করেন।

উপহার নম্বর হচ্ছে. ৩১৭৬/১৯৯৩, ৩১৭৪/১৯৯৩ এবং ৩১৭৫/১৯৯৩ এবং এর মাধ্যমে বাদীরা মামলার সম্পত্তির বিষয়ে অধিকার, স্বত্ব, সুদ এবং দখল অর্জন করেছেন।

৫. ২২শে জুলাই, ২০১৪ তারিখ থেকে, বিবাদীরা বাদীর এই জাতীয় স্বত্ব অস্বীকার করা শুরু করে এবং আর.এস এবং এল.আর. উভয়ের অধিকারের রাজস্ব রেকর্ডে করা ভুল দাখিলের ভিত্তিতে মামলার সম্পত্তির বিষয়ে তাদের দখলকে বিরক্ত করা শুরু করে। বিবাদীদের এই ধরনের কাজ বাদীকে অন্যান্য ত্রাণের সাথে স্বত্ব এবং স্থায়ী নিষেধাজ্ঞার ঘোষণা চেয়ে মামলা দায়ের করতে উদ্‌বুদ্ধ করেছিল।

৬. বিবাদী নম্বর. ১ থেকে ৪, ৬ থেকে ৮ এবং ১১ লিখিত বিবৃতি দাখিল করে মামলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন, বাদীতে করা অভিযোগ অস্বীকার করে।

৭. এটি বিবাদীদের নির্দিষ্ট মামলা যে ১৯৫১ সালের টাইটেল স্যুট নম্বর ১৩১-এ গৃহীত আপস ডিক্রির ভিত্তিতে, বাদীর পূর্বসূরি-স্বার্থ, যথা শ্রীমতী মেনকা সুন্দরী রায় প্রামাণিক মামলার সম্পত্তির উপর আজীবন সুদ পান। তার মামলা সম্পত্তি হস্তান্তর করার অধিকার ছিল না এবং এটি সম্মত হয়েছিল যে তার মৃত্যুতে মামলার সম্পত্তি তার আইনি উত্তরাধিকারীদের উপর হস্তান্তর করা হবে। অতএব, শ্রীমতি মেনকা সুন্দরী রায় প্রামাণিক উপহারের দলিল সম্পাদন করে বাদীর অনুকূলে সম্পত্তি হস্তান্তর করতে পারতেন না এবং শ্রীমতী মেনকা সুন্দরী রায় প্রামাণিক কর্তৃক সম্পাদিত এই ধরনের দলিলের জোরে বাদী সম্পত্তির উপর কোন অধিকার, স্বত্ব ও স্বার্থ অর্জন করেছেন তা বলা যাবে না । বিবাদীরা মামলাটি খারিজ করার জন্য প্রার্থনা করেন।

৮. অভিজ্ঞ দয়েরা কোর্ট উভয় পক্ষের সাক্ষীদের সাক্ষ্য বিবেচনা করার পর এবং একত্রে প্রামাণ্য প্রমাণ সহ, পাস করতে পেরেছিলেন বাদীদের পক্ষে ডিক্রি।

৯. এতে সংক্ষুব্ধ হয়ে বিবাদীরা বিজ্ঞ জেলা বিচারক, পূর্ব মেদিনীপুর ২০১৩ সালের ২০১৩ সালের ২০১৩ সালের ৭২ নম্বর টাইটেল আপিলের সময় সীমাবদ্ধতার নির্ধারিত সময়ের আগে আপিল করতে পছন্দ করেন এবং জানা যায় প্রথম আপিল আদালত বিলম্ব প্রত্যাখ্যান করতে অস্বীকার করে। ফলে আপিল গ্রহণ করা হয়নি।

১০. এই দ্বিতীয় আপিলটি ১২ই সেপ্টেম্বর, ২০১৭ এ আইনের নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে গৃহীত হয়েছিল: -

"বিজ্ঞ প্রথম আপীল আদালত মীমাংসা এবং/অথবা সালিশের আলোচনাকে অবিশ্বাস করে বিলম্বের ক্ষমার জন্য আপীলকারীদের আবেদন খারিজ করার ন্যায়সঙ্গত ছিল কিনা যা তাদের সীমাবদ্ধতার নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আপীল দায়ের করতে বাধা দেয় বা না"।

১১. শ্রীমান আমাল সালা, আপীলকারীদের প্রতিনিধিত্বকারী বিজ্ঞ আইনজীবী দাখিল করেন যে ডিক্রি পাশ হওয়ার পর পক্ষগণ আদালতের বাইরে সৌহার্দ্যপূর্ণভাবে বিরোধ নিষ্পত্তি করার সিদ্ধান্ত নেন এবং সেজন্য বিজ্ঞ বিচার আদালতের রায়কে চ্যালেঞ্জ করার কোনো আগ্রহ দেখাননি। মীমাংসার আলোচনা কোন ফল দিতে ব্যর্থ হলে আপীলকারী/বিবাদীরা বিজ্ঞ বিচার আদালতের রায়কে আক্রমণ করার জন্য বিজ্ঞ প্রথম আপীল আদালতের কাছে যান।

১২. ২০১৩ সালের ৭২ নং টাইটেল আপীলে বিজ্ঞ প্রথম আপীল আদালতে আপীলকারীদের দায়ের করা আবেদনের প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বিজ্ঞ আইনজীবী শ্রীমান সাহা দাবী করেন যে মামলাটি ১৭ জুন, ২০১৩ এবং ১৮ জুন, ২০১৩ তারিখে ডিক্রি করা হয়েছিল। আপিলকারীরা প্রত্যয়িত কপির জন্য প্রার্থনা করে এবং ৯ই জুলাই, ২০১৩ তারিখে এটি পেয়েছি। গ্রামবাসী এবং বিবাদীরা সৌহার্দ্যপূর্ণভাবে এবং বাদীদের বিরোধ নিষ্পত্তি করতে তারা দুদিক দিয়েই আগ্রহী ছিল।

কিন্তু ১৫ই ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে বাদীরা বিরোধ নিষ্পত্তি করতে অস্বীকৃতি জানায় এবং বিবাদীরা প্রথম আপিলকে অগ্রাধিকার দেয়।

১৩. সীমাবদ্ধতা আইনের ধারা ৫ এর অধীনে বাদীদের তাদের লিখিত আপত্তিতে বাদীদের বিরোধিতা করার প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, যেখানে এটি

বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়:-

"যতদূর আমরা জানতে পারি যে আপীলকারীদের তাদের বিজ্ঞ আইনজীবীদের দ্বারা কোন আপীল পছন্দ না করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল কারণ আপীলের কোন যোগ্যতা ছিল/ নেই"।

১৪. শ্রীমান সাহা, বিজ্ঞ আইনজীবী দাখিল করেছেন যে এই বিবৃতিটি বিবাদীদের এই যুক্তিকে অবিকল সমর্থন করে যে একটি আপস আলোচনা শুরু হয়েছিল এবং বাদীরা সেই প্রক্রিয়ায় অংশ নিয়েছিল, অন্যথায় বাদীদের পক্ষে কীভাবে বিবাদীদের পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল তা জানা সম্ভব হত না বা পরামর্শ কী ছিল, বিবাদীরা তাদের বিজ্ঞ আইনজীবীদের কাছ থেকে পেয়েছেন।

১৫. এটি আরও পেশ করা হয় যে মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের বেশ কয়েকটি বিচারিক রায়ের মাধ্যমে এটি আইনের প্রধান হয়ে উঠেছে যে সীমাবদ্ধতা আইনের ধারা ৫ এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগে বিলম্বের ক্ষমার আবেদনটি বিবেচনা করার সময় আদালতের নম্র দৃষ্টিভঙ্গি নেওয়া উচিত।

১৬. মিঃ সাহার মতে, আদেশটি বাতিল করে, বিজ্ঞ প্রথম আপিল আদালত সীমাবদ্ধতা দ্বারা বা অন্য কথায় বিলম্বকে ক্ষমা না করে আপীল খারিজ করে বিবাদীদের দাবিকে অগ্রাহ্য করেছেন। তার বক্তব্যকে জোরদার করার জন্য জনাব সাহা রাম নাথ সাও @ রাম নাথ সাহু এবং অন্যদের উপর মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের রায়ের উপর নির্ভর করেছেন। - বনাম- গোবর্ধন সাও এবং অন্যান্যরা রিপোর্ট করেছে (২০০২) ৩ এস সি সি ১৯৫ যেখানে মাননীয় সর্বোচ্চ আদালত অনুচ্ছেদ ১২ তে আদেশ করেছে যে : -

"একটি আদালত জানে যে বিলম্ব প্রত্যাখ্যানের ফলে একজন মামলাকারীকে তার কারণ উপস্থাপন করা থেকে বিরত রাখা হবে। এমন কোন অনুমান নেই যে আদালতের কাছে যেতে বিলম্ব সর্বদা ইচ্ছাকৃত হয়। এই আদালতটি ৫ ধারার অধীনে 'যথেষ্ট কারণ' শব্দটিকে ধরে রেখেছে। শকুন্তলা দেবী জৈন বনাম প্রশাসক, হাওড়া রাজ্যের জন্য সীমাবদ্ধতা আইনের একটি উদার নির্মাণ করা উচিত।

মনে রাখতে হবে বিলম্বের প্রতিটি ক্ষেত্রেই সংশ্লিষ্ট মামলাকারীর পক্ষ থেকে কোনো না কোনো ত্রুটি থাকতে পারে। শুধুমাত্র তার আবেদন প্রত্যাখ্যান করা এবং তার বিরুদ্ধে দরজা বন্ধ করার জন্য এটি যথেষ্ট নয়। যদি ব্যাখ্যাটি বিদ্বেষপূর্ণ না হয় বা এটি একটি বিস্তৃত কৌশলের অংশ হিসাবে উত্থাপন না করা হয়, তাহলে আদালতকে অবশ্যই মামলাকারীর প্রতি সর্বোচ্চ বিবেচনা দেখাতে হবে। কিন্তু যখন আছে যুক্তিসঙ্গত কারণ মনে করে সময় লাভের জন্য দলটি ইচ্ছাকৃতভাবে বিলম্ব করেছে, তাহলে আদালতের ব্যাখ্যা গ্রহণের বিরুদ্ধে ঝুঁকতে হবে। বিলম্বকে ক্ষমা করার সময়, আদালতের বিপরীত পক্ষকে পুরোপুরি ভুলে যাওয়া উচিত নয়। এটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে সে একজন হেরেছে এবং সেও অনেক বড় মোকদ্দমা খরচ বহন করতে হয়।

১৭. বিপরীতে, শ্রীমতী চক্রবর্তী, বাদী/বিবাদীদের পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী দাখিল করেছেন যে নিষ্পত্তির কথা বলার আবেদন বিবাদীদের অন্যায্য পদক্ষেপকে ন্যায্যতা দেওয়ার একটি চক্রান্ত মাত্র।

১৮. শ্রীমতী চক্রবর্তীর মতে, সীমাবদ্ধতা আইনের ধারা ৫ এর অধীনে আবেদনের বিষয়বস্তু সঠিক নয়। উভয় পক্ষের সাক্ষ্য-প্রমাণ রেকর্ড করার পর প্রথম আপিল আদালত আবেদনটি নিষ্পত্তি করেন।

১৯. শ্রীমান সঞ্জীব রায় প্রামাণিক, আপিলকারী নং. পি ডব্লিউ- ১ হিসাবে প্রমাণ যোগ করার সময় বলেছিলেন যে প্রত্যয়িত অনুলিপি পাওয়ার পরে,

আপীলকারীরা গ্রামবাসীদের পরামর্শ অনুসারে বিরোধ নিষ্পত্তি করার চেষ্টা করেছিল
তাদের অনিচ্ছা সম্পর্কে এর গ্রামবাসীরা শেষ পর্যন্ত সমঝোতার জন্য উত্তরদাতাদের অবহিত করে। তাই ১৬ জুলাই ,২০১৩ থেকে ২২শে ডিসেম্বর, ২০১৩ পর্যন্ত বিলম্ব হয়েছিল।

২০. পি ডব্লিউ - ১-এর সাক্ষ্য মীমাংসার জন্য কোনো প্রক্রিয়ায় বাদীদের অংশগ্রহণের পরামর্শ দেয় না। জেরা করার সময় পি ডব্লিউ - ১ জানিয়েছে যে গ্রামের গ্রাম কমিটিকে মীমাংসার আলোচনা শুরু করার জন্য বিবাদীদের দ্বারা অনুরোধ করা হয়নি। গ্রাম কমিটি কখনই সেই প্রভাবে কোনও নোটিশ জারি করেনি এবং পি ডব্লিউ - ১ আরও বলেছে যে তিনি বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য গ্রাম কমিটির সদস্য সুভাষ দাসের সাথে মৌখিকভাবে যোগাযোগ করেছিলেন। বলেন, সুভাষ দাসকে অবশ্য পরীক্ষা করা হয়নি।

২১. শ্রী প্রদীপ দাস, একজন সহ-গ্রামবাসী পি ডব্লিউ- ২-এর প্রমাণ যোগ করার সময় বলেছিলেন যে গ্রামবাসী এবং উল্লিখিত সাক্ষীর সামনে সমঝোতার কথা বলা হয়েছিল কিন্তু উত্তরদাতারা ১৫ ই ডিসেম্বর, ২০২২-এ বৈঠকে উপস্থিত হতে অস্বীকার করেছিল। পি ডব্লিউ - ২ র প্রতি পরীক্ষা চলাকালীন জানিয়েছে যে সালিশ ১৫ ই ডিসেম্বর, ২০১৩ তারিখে সংঘটিত হয়েছিল। উত্তরদাতা সালিশে উপস্থিত হননি। শ্রী মৃগাঙ্ক রায় প্রামাণিক, উত্তরদাতা নম্বর ২ হলফনামা দ্বারা সমর্থিত তার প্রধান প্রমাণ জমা দিয়েছেন কিন্তু তিনি পরীক্ষা করা হয় ।।

২২. শ্রীমতী চক্রবর্তীর মতে, বাদীদের পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী, পিডব্লিউ - ১ এবং পিডব্লিউ - ২-এর সাক্ষ্য প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট যে উভয় পক্ষের মধ্যে মীমাংসার কোনও আলোচনা হয়নি, অন্ততপক্ষে বাদীরা এই ধরনের কোনও নিষ্পত্তিতে অংশ নেননি। . এটি একটি মনগড়া গল্প যা বিবাদীদের পক্ষ থেকে নিষ্ক্রিয়তা এবং অবহেলাকে ন্যায্যতা দেওয়ার জন্য তৈরি করা হয়েছে।

২৩. তাদের অবহেলার কারণে বিবাদীরা তাদের আপিল করার অধিকার হারিয়েছে এবং বাদীর পক্ষে একটি মূল্যবান অধিকার আদায় করা হয়েছে, যা নাও হতে পারে।

ডিক্রির তারিখ থেকে ইতিমধ্যে দশ বছর অতিবাহিত হওয়ার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে সময়মতো আপীল না করার ক্ষেত্রে বিবাদীদের দ্বারা কোন পর্যাপ্ত কারণ দেখানো না হলে তা তুলে নেওয়া হবে।

২৪. সীমাবদ্ধতা আইনের ধারা ৫ এর অধীনে আবেদনটি প্রত্যাখ্যান করে বিজ্ঞ প্রথম আপীল আদালত কর্তৃক গৃহীত আদেশটি যথাযথ যুক্তিযুক্ত এবং এতে হস্তক্ষেপ করা যাবে না।

২৫. তার বিরোধের সমর্থনে, শ্রীমতী চক্রবর্তী এ.ই.জি -তে মাননীয় আদালতের ডিভিশনের রায়ের উপর নির্ভর করে। ক্যারাপিট এ.ই.জি বনাম এ.ওয়াই.ডারডেরিয়ান এর এ আই আর ১৯৬১ কোলকাতা ৩৫৯ তে রিপোর্ট করেছে।

২৬. রেকর্ডে থাকা উপকরণগুলি এবং বিশেষ করে বাদীদের দ্বারা দায়েরকৃত লিখিত আপত্তি, যা শ্রীমান সাহা দ্বারা নির্ভর করা হয়েছিল, বিবাদীদের পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী, আমি দেখতে পাই যে যদিও তাদের লিখিত আপত্তিগুলির "৯" অনুচ্ছেদে বাদী বলেছেন: -

"যতদূর আমরা জানতে পারি যে আপীলকারীদের তাদের বিজ্ঞ আইনজীবীদের দ্বারা কোন আপীল পছন্দ না করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল কারণ আপীলের কোন যোগ্যতা নেই"।

কিন্তু সম্পূর্ণ লিখিত আপত্তি পড়ার পর, এটা প্রতীয়মান হয় যে বাদীরা উভয় পক্ষের মধ্যে সমঝোতার জন্য কোনো সভায় যোগদান করতে অস্বীকার করেছেন।

২৭. পিডব্লিউ-১-এর সাক্ষ্যও প্রমাণ করে যে বাদীরা অংশ নেয়নি, এমনকি আপস-এর জন্য কোনো আলোচনায় অংশ নিতে ইচ্ছুক ছিল না এবং পিডব্লিউ-২ স্পষ্টভাবে বলেছে যে ১৫ই ডিসেম্বর, ২০১৩-তে উত্তরদাতারা উপস্থিত হননি। এই দুই সাক্ষীর সাক্ষ্যই বিবাদীদের দাবির অসারতা প্রমাণের জন্য যথেষ্ট কারণ নিষ্পত্তির কথা বলে তারা আপিলের অধিকার প্রয়োগ করেনি।

২৮. মাননীয় সর্বোচ্চ আদালত বসভরাজ এবং অন্যএকটি বনাম দ্য স্পেশাল, ল্যান্ড অধিগ্রহণ কর্মকর্তা রিপোর্ট করেছেন ২০১৩ এ আই আর এস সি ডব্লিউ ৬৫১০ তে যা অনুষ্ঠিত করে -

"৯. যথেষ্ট কারণ হল সেই কারণ যার জন্য বিবাদীকে তার অনুপস্থিতির জন্য দায়ী করা যায় না। "যথেষ্ট" শব্দের অর্থ হল "পর্যাপ্ত" বা "যথেষ্ট", যদিও উদ্দেশ্যের উত্তর দেওয়ার জন্য প্রয়োজন হতে পারে। অতএব, "যথেষ্ট" শব্দটি তার চেয়ে বেশি কিছুকে আলিঙ্গন করে না যা একটি নমনীয়তা প্রদান করে, যেটি যখন একটি মামলায় বিদ্যমান তথ্য ও পরিস্থিতিতে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কাজটি করা যথেষ্ট, একটি সতর্ক মানুষের যুক্তিসঙ্গত মানদণ্ডের দৃষ্টিকোণ থেকে যথাযথভাবে পরীক্ষা করা হয়। এই প্রেক্ষাপটে, "যথেষ্ট কারণ" এর অর্থ এই যে দলটির অবহেলামূলক আচরণ করা উচিত ছিল না বা একটি মামলার সত্যতা ও পরিস্থিতি বিবেচনা করে তার পক্ষ থেকে আন্তরিকতার অভাব ছিল বা এটি অভিযোগ করা যায় না যে দলটি "অধ্যবসায়ের সাথে কাজ করেনি" বা "নিষ্ক্রিয় রয়ে গেছে"। যাইহোক, প্রতিটি মামলার ঘটনা এবং পরিস্থিতি অবশ্যই পর্যাপ্ত ভিত্তি বহন করতে হবে যাতে সংশ্লিষ্ট আদালতকে বিচক্ষণতা প্রয়োগ করতে সক্ষম করে এই কারণে যে আদালত যখনই বিচক্ষণতা প্রয়োগ করে, তখনই তা বিচক্ষণতার সাথে ব্যবহার করতে হয়। আবেদনকারীকে অবশ্যই আদালতকে সন্তুষ্ট করতে হবে যে তাকে কোনো "যথেষ্ট কারণ" দ্বারা তার মামলার বিচার করতে বাধা দেওয়া হয়েছে, এবং যদি সন্তোষজনক ব্যাখ্যা না দেওয়া হয়, আদালত বিলম্বের ক্ষমার আবেদনের অনুমতি দেবেন না। আদালতকে খতিয়ে দেখতে হবে যে ভুলটি সত্যিকারের নাকি নিছক একটি গোপন উদ্দেশ্য ঢেকে রাখার একটি যন্ত্র ছিল। (দেখুন: মণীন্দ্র ল্যান্ড অ্যান্ড বিল্ডিং কর্পোরেশন লিমিটেড বনাম ভূতনাথ ব্যানার্জী এবং সংস্থা ।, এআইআর ১৯৬৪ এসসি ১৩৩৬; লালা মাতাদিন বনাম এ. নারায়ণন, এআইআর ১৯৭০ এসসি ১৯৫৩; পরিমল বনাম বীণা @ ভারতী এআইআর ২০১১ এস সি ১১৫০ এবং মনিবেহেন দেবরাজ শাহ বনাম বৃহণ মুম্বাই এআইআর ২০০২ এসসি ১২০১।)

১১. যথেষ্ট ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার জন্য "যথেষ্ট কারণ" অভিব্যক্তিটিকে একটি উদার ব্যাখ্যা দেওয়া উচিত, তবে শুধুমাত্র ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ অবহেলা, নিষ্ক্রিয়তা বা সত্যবাদীতার অভাব সংশ্লিষ্ট পক্ষের কাছে দায়ী করা যায় না, পর্যাপ্ত কারণ ছিল বা না হোক। সজ্জিত, একটি নির্দিষ্ট মামলার তথ্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে এবং কোনও ধরাবাঁধা সূত্র সম্ভব নয়। (দৃশ্যমান : মদনলাল বনাম শ্যামলাল, এআইআর ২০০২ এসসি ১০০; এবং রাম নাথ সাও @ রাম নাথ সাহু অ্যান্ড সংস্থা বনাম গোবর্ধন সাও এবং সংস্থা । , এআইআর ২০০২ এসসি ১২০১।)

১২. এটি একটি নিষ্পত্তিকৃত আইনী প্রস্তাব যে সীমাবদ্ধতার আইন একটি নির্দিষ্ট পক্ষকে কঠোরভাবে প্রভাবিত করতে পারে তবে এটিকে তার সমস্ত কঠোরতার সাথে প্রয়োগ করতে হবে যখন আইনটি তাই নির্দেশ করে৷ ন্যায়সঙ্গত ভিত্তিতে সীমাবদ্ধতার মেয়াদ বাড়ানোর কোনো ক্ষমতা আদালতের নেই। "একটি বিধিবদ্ধ বিধান থেকে প্রবাহিত একটি ফলাফল কখনই মন্দ নয়৷ একটি আদালতের সেই বিধানটিকে উপেক্ষা করার ক্ষমতা নেই যা এটি তার কার্যকারিতার ফলে একটি অসুবিধা বলে মনে করে।" এটিকে সম্পূর্ণরূপে কার্যকর করার জন্য এটি প্রয়োগ করা ছাড়া কোন বিকল্প নেই। আইনি বচন "ডুরা লেক্স সেড লেক্স" যার অর্থ "আইন কঠিন কিন্তু আইনই", এমন পরিস্থিতিতে আকৃষ্ট হয়। এটি ধারাবাহিকভাবে ধরে রাখা হয়েছে যে, "অসুবিধা" একটি নির্ধারক উৎপাদক নয় যা একটি আইনের ব্যাখ্যা করার সময় বিবেচনা করা উচিত।

১৫. প্রয়োগে আইনের সংক্ষিপ্তসার করা যেতে পারে যে যেখানে একটি মামলা সীমার বাইরে আদালতে উপস্থাপন করা হয়েছে, আবেদনকারীকে আদালতকে ব্যাখ্যা করতে হবে যে "যথেষ্ট কারণ" কি ছিল যার অর্থ একটি পর্যাপ্ত এবং যথেষ্ট কারণ যা তাকে সীমাবদ্ধতার মধ্যে আদালতে যেতে বাধা দেয়। যদি কোনো পক্ষ অবহেলিত বলে প্রমাণিত হয়, বা মামলার ঘটনা ও পরিস্থিতিতে তার পক্ষ থেকে সত্যতার অভাব দেখা যায়, অথবা নিষ্ঠার সাথে কাজ না করে বা নিষ্ক্রিয় থাকে বলে পাওয়া যায়, তাহলে বিলম্বকে ক্ষমা করার কোনো যুক্তিযুক্ত কারণ থাকতে পারে না। যেকোন শর্ত আরোপ করে এমন অযৌক্তিক বিলম্বকে ক্ষমা করা কোন আদালতের পক্ষে ন্যায়সঙ্গত হতে পারে না। বিলম্বের ক্ষমার বিষয়ে এই আদালতের দ্বারা নির্ধারিত মাপক এর মধ্যেই আবেদনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে৷ যদি কোনও যুক্তিবাদীকে সময়মতো আদালতে যেতে বাধা দেওয়ার কোনও কারণ না থাকে তবে কোনও যুক্তি ছাড়াই বিলম্বকে ক্ষমা করে, যে কোনও শর্ত রেখে, এটি বিধিবদ্ধ বিধান লঙ্ঘন করে একটি আদেশ পাশ করার সমতুল্য এবং এটি আইনসভাকে সম্পূর্ণ অবজ্ঞা দেখানোর সমতুল্য। "

২৯. আপীলকারীদের আচরণ প্রমাণ করে যে তারা অবহেলিত ছিল এবং তাদের পক্ষ থেকে আন্তরিকতার অভাব ছিল। আপীলকে অগ্রাধিকার দিতে বিবাদীদের পক্ষ থেকে বাদ দেওয়া বা ব্যর্থতার কারণে বাদীর কাছে একটি মূল্যবান অধিকার সঞ্চিত হয়েছে৷ নিঃসন্দেহে, সীমাবদ্ধতা আইনের ধারা ৫ এর বিধানটি প্রকৃতিগতভাবে উপকারী কিন্তু অবহেলামূলক আচরণ

বিবাদীরা সীমাবদ্ধতা আইনের ধারা ৫ এর সুবিধা বিবাদীদের পক্ষে বাড়ানোর জন্য বাধা সৃষ্টি করে।

৩০. এমন পরিস্থিতিতে, আমি বাদীর কাছে ইতিমধ্যেই অর্জিত অধিকার কেড়ে নেওয়ার কোনও কারণ খুঁজে পাই না কারণ বিবাদীদের অবহেলামূলক আচরণ বিবাদীদের আপিল পছন্দ করার অধিকার পুনরুদ্ধার করে, যা তারা শুকিয়ে যেতে দেয়।

৩১. বাতিলকৃত আদেশটি কারণ হিসাবে দাঁড়িয়েছে এবং কোনও হস্তক্ষেপের নিশ্চয়তা দেয় না৷ ফলস্বরূপ, সংযুক্ত আবেদনের সাথে আপিল খারিজ করা হয়, যদি থাকে।

৩২. বিজ্ঞ প্রথম আপিল আদালতের দেওয়া আদেশ বহাল রয়েছে।

৩৬. নিম্ন আদালতের রেকর্ড সহ এই রায়ের একটি অনুলিপি অবিলম্বে বিজ্ঞ বিচার আদালতে পাঠানো হোক৷

৩৭. এই আদেশের জরুরী ফটো ফটোস্ট্যাট কপির সনদপত্র , আবেদন করা হলে, হতে হবে সমস্ত আনুষ্ঠানিকতা মেনে চললে উপর পক্ষগুলিকে দেওয়া হয়।

(বিচারক সিদ্ধার্থ রায় চৌধুরী।)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।